International Journal of Multidisciplinary Trends

E-ISSN: 2709-9369
P-ISSN: 2709-9350
www.multisubjectjournal.com
IJMT 2021; 3(2): 70-72
Received: 04-06-2021
Accepted: 06-07-2021

Sarita Biswas
Department of Bengali, Guest Faculty, MGGC, Mayabunder, Andaman and Nicobar Islands, India

Corresponding Author:
Sarita Biswas
Department of Bengali, Guest Faculty, MGGC, Mayabunder, Andaman and Nicobar Islands, India

ভাষা ও সংস্কৃতির মধ্যে যোগসূত্র

Sarita Biswas

সারাংশ
বিমূর্ত ভাষা এবং সংস্কৃতি ব্যক্তি ও সামাজিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে মানব সমাজের অবকাঠামো গঠনে দুটি অবিচ্ছেদ্য উপাদান। এই প্রবন্ধে, আমি ভাষা এবং সংস্কৃতির দুটি শ্রেণীর মধ্যে সম্পর্ক পরীক্ষা করার চেষ্টা করেছি, কারণ সংস্কৃতির একটি জটিল এবং বিতর্কিত অর্থ রয়েছে এবং সমসাময়িক নৃতত্ত্ববিদ এবং সংস্কৃতি বিশেষজ্ঞরা এই বিষয়ে একমত নন। অতএব, ভাষা এবং সংস্কৃতির মধ্যে সংযোগের বিষয়টি সমাধান করার আগে, আমি ভাষা এবং সংস্কৃতির জ্ঞান দিয়ে শুরু করি।

মূলশব্দ: ভাষা, সংস্কৃতি, শিল্প, চিন্তা, সমাজ, মানব, সভ্যতা, সম্পর্ক, ঐতিহ্য

ভূমিকা
একটি জাতির ভাষা হল সেই চাবি যা ব্যবহার করে সেই জাতির সংস্কৃতি জানা যায় এবং সংস্কৃতি জানা একটি জাতীয় সন্ধানের উপায় সংস্কৃতি। সংস্কৃতি বিশেষজ্ঞদের মতে, ভাষা মানুষের মন এবং বিশ্ব চিন্তার একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ জানালা। ভাষা সাংস্কৃতিক ও আধ্যাত্মিক পরিবর্তন, মানুষের চিন্তাধারা এবং মহান চিন্তাবিদদের বিবর্তন এবং বিভিন্ন সংস্কৃতিতে কিভাবে একক ভাবনার উত্থান তা চিহ্নিত করে এবং প্রকাশ করে। সাংস্কৃতিক সম্পর্কের ভাষা ছাড়া এবং সামাজিক ও সাংস্কৃতিক সম্পর্ক ছাড়া ভাষা নিজেই বিদ্যমান নেই। কারণ ভাষা ছাড়া সাংস্কৃতিক বাস্তবতা প্রকাশ করা এবং বোঝা কঠিন। সংস্কৃতি হল রীতিনীতি, ঐতিহ্য, চিন্তা, শিল্প এবং মানুষের জীবনযাত্রার একটি জটিল ঘটনা যা জাতির ঐতিহাসিক অভিজ্ঞতার সময় গঠিত হয় এবং ভবিষ্যত প্রজন্মের কাছে প্রেরণ করা যায়, অথবা সংস্কৃতি হল শিল্প সম্পর্কে স্বতন্ত্র জ্ঞানের সংগ্রহ।

উদ্দেশ্য: এই নিবন্ধটি নিম্নলিখিত উদ্দেশ্যগুলি অর্জনের জন্য লেখা হয়েছিল:
১. ভাষার প্রকৃতি বোঝা।
২. ভাষার গুরুত্ব এবং এর সাংস্কৃতিক প্রেক্ষাপট উপলব্ধি করা।
৩. সংস্কৃতির প্রকৃতি এবং এর গুরুত্ব বোঝা।
৪. ভাষা এবং সংস্কৃতি কিভাবে সম্পর্কযুক্ত তা বোঝা।

ভাষা কি? তা যেমন আমরা জানি এবং জানি যে প্রাচীন কালে মানবজাতির অসামান্য কাজগুলির মধ্যে একটি হল শব্দ এবং নাম রাখা, শব্দ একত্রিত করা এবং বাক্যাংশ এবং বাক্যে মনোযোগ দেওয়া যা শিক্ষা এবং সংস্কৃতি, সভ্যতার সঞ্চালনের পথ সুগম করে এবং প্রজন্ম থেকে শিল্প পরবর্তী মসৃণভাবে নির্মাণ করে।যদি এই মানব আবিষ্কার না হতো, সংস্কৃতি, সভ্যতা এবং শিল্প এই উচ্চ

পর্যায়ে পৌঁছতে পারত না। যারা সাংস্কৃতিক ও সাহিত্যিক দৃষ্টিকোণ থেকে ভাষা অধ্যয়ন করে এবং যারা ভাষার অবস্থান এবং এর কার্যকারিতার উপর জোর দেয় তারা ভাষাকে খুব বিস্তৃত বলে মনে করে এবং এটিকে মানুষের ব্যক্তিত্ব, ভাগ্য, তার সাংস্কৃতিক অংশ হিসেবে বিবেচনা করে। ভাষা হল একটি সামাজিক ও সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠান যা সমাজের মানুষকে একে অপরের অভিপ্রায় ও লক্ষ্য সম্পর্কে সচেতন হতে, একে অপরের সাথে যোগাযোগ করতে এবং উপাদান এবং আধ্যাত্মিক সম্পদকে একটি উপাদান হিসেবে স্থানান্তর করার জন্য ব্যবহার। অর্থাৎ একটি সামাজিক ঘটনা, সম্প্রদায়ের ভাষা ছাড়া এবং সম্প্রদায় ছাড়া ভাষার অস্তিত্ব নেই। ভাষা হল সকল মানব সমাজে, সমাজের সদস্যদের বোঝার মাধ্যম, যার মাধ্যমে চিন্তা, ধারণা, তত্ব, অভিজ্ঞতা, আবেগ, অনুভূতি এবং তাদের সংস্কৃতির অন্যান্য সমস্ত সম্পদ, যা সাংস্কৃতিকের মধ্যে রয়েছে তা অন্যদের কাছে প্রেরণ করা হয়। একটি পৃথক প্রতিভা হওয়ার পাশাপাশি ভাষা মানুষের সমষ্টিগত জীবনেরও ফল, যার মধ্যে ধর্ম, বিশ্বাস, অর্থনীতি, পরিবার, সাহিত্য ইত্যাদি সহ মানব জীবনের সকল দিক অন্তর্ভুক্ত রয়েছে।

ভাষার গুরুত্ব এবং এর সাংস্কৃতিক প্রেক্ষাপট:

সংস্কৃতি বোঝার ক্ষেত্রে ভাষার গুরুত্ব এতটাই বড় যে তারা বলেছেন: একটি জাতির ভাষা হল সেই চাবি যা ব্যবহার করে সেই জাতির সংস্কৃতি জানা যায় এবং সংস্কৃতি জানা একটি উপায় হল জাতীয় সংস্কৃতি। এটি একটি গুরুত্বপূর্ণ হাতিয়ার যা অভিজ্ঞতার শ্রেণিবিন্যাসের সবচেয়ে জটিল ব্যবস্থার প্রতিনিধিত্ব করতে পারে। সাংস্কৃতিক গবেষকদের মতে, ভাষা মানুষের মন এবং বিশ্বের চিন্তার একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ জানালা এবং এই কারণে এটি জ্ঞানীয় বিজ্ঞানীদের বিশেষ আগ্রহের বিষয়। ইতিহাস জুড়ে একটি জাতির ভাষায় বিদ্যমান এবং ব্যবহৃত শব্দগুলির সংগ্রহ হল সেই জাতির ঘটনা, জীবনধারা, সংস্কৃতি, সভ্যতা, চিন্তা ও আকাঙ্ক্ষার একটি তালিকা। এই ভাষাগত সংমিশ্রণগুলি অধ্যয়ন করে, কেউ প্রত্যেকের বস্তুগত এবং আধ্যাত্মিক ইতিহাসের মধ্য দিয়ে যেতে পারে এবং মানব সমাজ সম্পর্কে সচেতন হতে পারে । ভাষা কখনই বুড়ো হয় না কারণ মানুষ কখনই বুড়ো হয় না, পৃথিবীতে যত বয়স্ক ব্যক্তি হয়, তার ভাষা ততই ছোট হয়। ভাষাতেও মানুষের সব বৈশিষ্ট্য আছে এবং তার মতই, সর্বদা তারুণ্য এবং মহত্ত্বের দিকে ঝুঁকে থাকে। ভাষার গুরুত্ব সম্পর্কে, মার্টিন হাইডেগার বলেছেন: আমরা ভাষায় বাস করি এবং আমাদের অস্তিত্বই আমাদের ভাষা, অস্তিত্বের ঘর এবং এই বাড়িতে বসবাসকারী ব্যক্তির ভাষা। দার্শনিক, কবি এবং লেখকরা এই বাড়ির অভিভাবক। আভিধানিক এবং বাক্য গঠনমূলক উপাদান ছাড়াও, প্রতিটি ভাষার সমৃদ্ধ সাংস্কৃতিক ও জাতীয় পটভূমি রয়েছে, যেমন: রূপক, ইঙ্গিত, মিথ, প্রবাদ ও প্রবাদ, জাতীয় ও ধর্মীয় ইঙ্গিত,ঐতিহাসিক এবং জাতীয় উপাখ্যান এবং গল্পকাব্যিক ঐতিহ্য। সাহিত্যে, সাংস্কৃতিক এবং ভাষাগত তথ্যের ব্যবহার, বক্তব্যের অলঙ্কার যোগ করে এবং শ্রোতাদের উপর প্রভাবের জন্য একটি সাংস্কৃতিক প্রেক্ষাপট প্রদান করে। এই উপাদানগুলি অভিজ্ঞতার নিবিড় ধন, প্রতিটি প্রবাদ এবং প্রবাদের পিছনে রয়েছে সামাজিক অভিজ্ঞতা। সাংস্কৃতিক পৃষ্ঠপোষকতার উপর নির্ভর করে এমন লেখা বেশি জনপ্রিয় কারণ এটি মানুষের পরিচিত এবং দীর্ঘদিনের বিশ্বাস ও অভিজ্ঞতার উপর নির্ভর করে। আমাদের শব্দগুলিকে এই ভান্ডারগুলির সাথে সজ্জিত করার জন্য, কবিতার ডিভান, গল্পের বই, উপাখ্যান, প্রবাদ এবং বাক্যগুলি অধ্যয়ন করা এবং বিশুদ্ধ এবং শ্রবণযোগ্য বিষয়গুলি লেখা এবং মুখস্থ করা প্রয়োজন।

সংস্কৃতি কি?

সংস্কৃতি মানে বুদ্ধি, শিষ্টাচার এবং সবকিছু ঠিক রাখার জন্য ঐক্যের পরিমাপ। নির্দিষ্টভাবে সংস্কৃতি মানে রীতিনীতি ও ঐতিহ্যের সংগ্রহ, করা। গবেষকদের দৃষ্টিকোণ থেকে সংস্কৃতির প্রকৃতি কী?
এর সংজ্ঞায় বিশেষজ্ঞরা বিভিন্ন দিক নিয়ে কাজ করেছেন সংস্কৃতি এবং বিভিন্ন স্তরের জন্য বিভিন্ন এলাকা প্রস্তাব করেছে সংস্কৃতির। তাদের মতে, সংস্কৃতি বিকশিত হয় এর মাধ্যমে সামাজিক স্তর থেকে জাতীয় অনুভূতিতে রূপান্তর সংস্কৃতি, যা সংস্কৃতির সর্বোচ্চ স্তর। উল্লেখ্য যে, বিজ্ঞানী এবং গবেষকরা বিভিন্ন তত্ত্ব দিয়েছেন সংস্কৃতির প্রকৃতি সম্পর্কে, যেমন:

- সংস্কৃতি হল সেই জ্ঞান যা সমাজ থেকে শেখা হয়। অর্থাৎ সব কিছুর জ্ঞান। সংস্কৃতি হল বৈজ্ঞানিক থেকে তাত্ত্বিক জ্ঞান লাভ করা। উদাহরণস্বরূপ, একটা পরিস্থিতিতে কিভাবে খেতে হয় বা কিভাবে কারো কাছে ক্ষমা চাইতে হয় তা বোঝা। সংক্ষেপে, সংস্কৃতি একটি জ্ঞান ভিত্তিক জনসচেতনতা এবং একই সাথে বিজ্ঞানীদের বিশেষ জ্ঞানও এর একটি অংশ সংস্কৃতি। সংস্কৃতি হল চিত্র এবং ধারণার একমাত্র ক্ষেত্র যা আমাদের ভৌত এবং প্রাকৃতিক জগতে স্বাধীনভাবে কাজ করে। এবং সাংস্কৃতিক ছবি আমাদের আচরণকে প্রভাবিত করে।
- সংস্কৃতি হল একটি সর্বব্যাপী সমগ্র, সহ ধর্ম, শিল্প, আইন, নৈতিকতা, রীতিনীতি, কোন ক্ষমতা এবং অভ্যাস যা একজন ব্যক্তি সমাজের সদস্য হিসেবে অর্জন করে।
- সংস্কৃতি এমন একটি কাঠামো যা সমস্ত বিশ্বাসকে প্রকাশ করে। সংস্কৃতি হল আচরণ, জ্ঞান, মূল্য এবং লক্ষ্য যা নির্ধারণ করে প্রতিটি জাতির জীবনধারা।
- সংস্কৃতি হচ্ছে যা মানুষের অতীত থেকে যা অবশিষ্ট থাকে জীব এবং বর্তমান প্রজন্ম এর উপর কাজ করে এবং আকার দেয় তাদের ভবিষ্যত।
- সংস্কৃতি হল আচার, রীতিনীতি, শৈলী যা আমরা সমাজ থেকে গ্রহণ করি এবং বড় হওয়ার সাথে সাথে নিজের সাথে খাপ খাইয়ে নি।
- সংস্কৃতি মানুষের চিন্তার ফসল। এবং এবং সেই চিন্তার প্রতিফলন ঘটানো।

- সংস্কৃতি শুধু একটি বস্তুগত ঘটনা নয়, এটা হল সমস্ত কিছুর সংগঠন এবং কাঠামো।

সংস্কৃতির গুরুত্ব: আমরা আমাদের মধ্যে সংস্কৃতি ও সংস্কৃতিতে নিমজ্জিত ভাষা একটি সাংস্কৃতিক জিনিস, কিন্তু সংস্কৃতি জনপ্রিয় রুচির বাইরে চলে যায়, উপভাষা এবং বিনোদন। সংস্কৃতির অন্তর্ভুক্ত বুদ্ধিজীবী পৃথিবী যেখানে আমরা বাস করি। আদর্শের জগৎ, মূল্যবোধ, আদর্শ, ভূমিকা এবং এরকম অন্যান্য জিনিস যা আমাদের আকৃতি দেয় আমাদের অস্তিত্বের প্রথম দিন। এই অর্থে, সংস্কৃতি জীবন দেয় আমাদের জীবনে এবং আমাদের এমন সরঞ্জাম সরবরাহ করে যা আমাদের বেঁচে থাকতে সাহায্য করে। আমরা সংস্কৃতি থেকে শিখি কি পরিধান করা 'উপযুক্ত', কিভাবে নিয়ম অনুযায়ী আচরণ করতে হয়, কিভাবে কথা বলতে হয় এবং এমনকি একটি সফল জীবন পেতেকি ভাবে চিন্তা করতে হয় সংস্কৃতি আমাদের শেখায়। এই পূর্বনির্ধারিত নিয়ম এবং নিদর্শনগুলির মধ্যে, আমরা নিজেদের গঠন করি এবং সেই অনুযায়ী জীবন যাপনের পথ খুঁজে পাই।

ভাষা ও সংস্কৃতির মধ্যে যোগসূত্র

সংস্কৃতি ও ভাষার প্রশ্ন, এবং কিভাবে দুটো মানুষের অবকাঠামোর দুটি উপাদান হিসাবে যোগাযোগ করে সমাজ। ভাষা হল একটি মৌলিক হাতিয়ার যার দ্বারা আমরা আমাদের সামাজিক কাজটি করি। যোগাযোগের ক্ষেত্রে যখন ভাষা ব্যবহার করা হয়, তখন তা হয় সাংস্কৃতিকভাবে যা জীবনে অনেক জটিল উপায়ে নির্ভরশীল। কথাগুলো যে লোকেরা বলে, এবং মানুষের মধ্যে অভিজ্ঞতাগুলির পার্থক্য, তাদের ধারণা বা ঘটনা যা স্থানান্তরযোগ্য। এই কারণ দেখা যায় শব্দ ভাষা জ্ঞানের একটি ভাণ্ডার যা প্রত্যেক মানুষকে প্রত্যেকের থেকে আলাদা করে। শব্দ দ্বারা লেখক তাদের মতামত এবং অন্যদের ধারণা প্রতিফলিত করে। প্রত্যেকে ক্ষেত্রে, ভাষা সাংস্কৃতিক বাস্তবতা প্রকাশ করে। সবচেয়ে সাধারণ অর্থে ভাষা একটি বৈজ্ঞানিক প্রতিফলন যা সাহিত্য পণ্য মহান চিন্তাবিদমানুষের বিবর্তন ধারণা। ভাষা এবং সংস্কৃতির কারনে যেকোনো মানব সমাজ ক্রমাগত বিকশিত এবং পরিবর্তিত হচ্ছে।ভাষা এবং সংস্কৃতির মাধ্যমে যেমন সমাজ এবং সমাজের ব্যক্তিরা বিকশিত হয়, ভাষা এবং সংস্কৃতির ও নতুন বিবর্তন ঘটে। ভাষা এবং অন্যান্য চিহ্নের মাধ্যমে সংস্কৃতি সঞ্চারিত হয়। যখন একটি জাতি অন্য জাতির অনুকরণ করে, তখন এটি প্রায়ই ব্যবহার করে একই শব্দ এবং অভিব্যক্তি। এবং অধিকাংশ সময়ই যে শব্দগুলি এক ভাষা থেকে অন্য ভাষায় যায় তা হল শব্দ এবং সভ্যতা এবং সংস্কৃতি সম্পর্কিত অভিব্যক্তি, অর্থাৎ সম্পর্কিত রীতিনীতি এবং বিশ্বাস এবং সংস্কৃতি, অর্থাৎ এখান থেকেই বোঝা যায় যে মানুষ ইতিহাসের সময়ে এক জাতির সভ্যতা অন্য জাতি শিখেছে। গুণাফের মতে, একটি সমাজের ভাষা হল সেই সমাজের সংস্কৃতির প্রকাশ। সুতরাং, সংস্কৃতি জানা একটি ভাষা জানার মতো। কারণ এগুলি উভয়ই মানসিক বাস্তবতা এবং ফলস্বরূপ একটি ভাষার বর্ণনা হল একটি সংস্কৃতির বর্ণনা। সাধারণভাবে, যখন কোন মানুষ অতীতের ঘটনার সঙ্গে মোকাবেলা করতে চান এবং প্রথমে প্রত্নতাত্ত্বিকের কাছে যান। । প্রত্নতাত্ত্বিক তখন এর উপাদান এবং আধ্যাত্মিক ধ্বংসাবশেষ খনন করেন বাসন, সরঞ্জাম, গয়না এবং মানুষের আকারে মানুষের সংস্কৃতি বিভিন্ন শিল্পকর্মের নির্মাণ এবং অবস্থান। পরীক্ষা করেন ঘর, মন্দির এবং মানুষের জীবন। যা প্রাপ্ত হয় তা ব্যবহার করে মানুষের সংস্কৃতির বর্ণনা। ভাষাবিদরা প্রত্নতাত্ত্বিক উপাদান ব্যবহার করে পুরানো সংস্কৃতির সঙ্গে তাল মিলিয়ে ভাষার মাধ্যমে তার নতুন রূপ দান করেন। কিছু বিজ্ঞানীর মতে, একটি সাধারণ ভাষার অস্তিত্ব মানে এর অস্তিত্ব সাধারণ সংস্কৃতি এবং সভ্যতা। এর মানে হল সব মানুষ যারা একটি নির্দিষ্ট ভাষায় কথা বলে তারা কিছু উপাদান শেয়ার করে এবং অপ্রয়োজনীয় উপাদান তাদের সংস্কৃতির অংশ হিসাবে রেখে দেয়।। অবশ্যই, একটি সাধারণ সংস্কৃতির অস্তিত্ব মানে সাধারণ ভাষা নয়, কিন্তু একটি ভাষার মাধ্যমে সংস্কৃতির কাছে যায় এমং সেই ভাষা থেকে তথ্য বের করে। হেগেলের জন্য, সংস্কৃতি মানে নির্মাণ বা গঠন ব্যাপার বা চিন্তা। এখানে ভাষা একটি মাধ্যমের ভূমিকা পালন করে যার দ্বারা মানুষের সামাজিকীকরণ হয়ে থাকে। এবং এটার মাধ্যমে ইতিবাচক উপায়ে প্রাকৃতিক এবং সাংস্কৃতিক জগতের ভাষাকে শ্রেণীবদ্ধ করা হয়। কারণ ভাষা একটি সমৃদ্ধ শ্রেণী বিভাগের ব্যাবস্থা এবং একই সাথে, এ পদ্ধতির মাধ্যমে সংস্কৃতিক ধারনাগুলি অধ্যয়নের জন্য গুরুত্বপূর্ণ সূত্র পাওয়া যায়। সংস্কৃতি ভাষা এবং সমাজের মাধ্যমে শেখা জ্ঞান, থেকে বলা যায় যে ভাষা এমং স্ংস্কৃতি নির্ভরশিল এবং এর মধ্যে রয়েছে যোগ সূত্র।

তথ্যসূত্র

1. আরলাতো অ্যান্টনি। ঐতিহাসিক ভাষাতত্ত্বের ভূমিকা, ইয়াহিয়া মোদাররেসি দ্বারা অনুবাদ, প্রথম সংস্করণ তেহরান: মানবিক ও সাংস্কৃতিক ইনস্টিটিউটের প্রকাশনা অধ্যয়ন ১৯৯৪।
2. ইনসাফপুর, গোলাম রেজা। সম্পূর্ণ পারস্য সংস্কৃতি, প্রথম সংস্করণ. কাবুল: সারওয়ার সাদাত পাবলিকেশন্স ২০১৫।
3. আনোয়ারি হাসান। বক্তব্যের নিবিড় সংস্কৃতি, দ্বাদশ সংস্করণ। তেহরান: বৈজ্ঞানিক প্রকাশনা ২০১১, ২
4. ব্রাহেনি রেজা। গোল্ড ডার্মিস, দ্বিতীয় সংস্করণ। তেহরান: কাভিয়ান প্রিন্টিং হাউস - জামান বুক পাবলিশিং 1968।
5. খানলারি, পারভিজনাটেল। ভাষাতত্ব এবং ভাষা, সপ্তম সংস্করণ। তেহরান: টুস পাবলিকেশন্স ২০০।।
6. খোশনুদী, মিনা। জার্নাল (গবেষণা এবং চিন্তা) প্রবন্ধ: সৃষ্টিতে জনসংযোগের প্রভাব বোঝাপড়া এবং আলোচনা, প্রথম বছর। তেহরান। ২০০৪, ২।